

HAZI A. K. KHAN COLLEGE

Hariharpara * Murshidabad

QUEST OF SOPHIA

E-MAGAZINE



DEPARTMENT OF PHILOSOPHY

SESSION : 2023 - 2024

FROM THE DESK OF THE PRINCIPAL

Greetings to all,

As the principal of Hazi A. K. Khan College, it fills me with immense pride to address our esteemed community through the annual edition of our Philosophy Department's e-magazine. This publication not only showcases the academic excellence and creative flair of our students but also reflects the vibrant spirit of our educational journey together.

Each page of this magazine echoes the dedication, hard work, and passion that define our institution. It brings to light the rich diversity of thought and the depth of inquiry that our students engage in, guided by their talented mentors. As we navigate through various challenges, both academic and beyond, the resilience and creativity displayed by our community continue to inspire and propel us forward.

I extend my heartfelt congratulations to everyone who has contributed to this magazine, from the writers and editors to the artists and thinkers. Your efforts have culminated in a publication that does not just document our year but uplifts the spirits of all who read it.

Let us continue to nurture this environment of learning and growth, encouraging each other to explore, innovate, and contribute to the greater good. May this magazine serve as a beacon of inspiration and a reminder of what we can achieve together.

**Warm regards,
Dr. Goutam Kumar Ghosh
Principal
Hazi A. K. Khan College**

EDITORIAL

Dear Readers,

It is with great pleasure that we present to you the latest edition of our departmental e-magazine. This platform serves as a vibrant showcase of the creativity, intellect, and diversity within our college community. Through these digital pages, we aim to encapsulate the essence of our college life – from insightful articles and thought-provoking essays to captivating artwork and inspiring stories.

In this edition, you will find a variety of content that reflects the passions and interests of our students and faculty. From discussions on current events and academic achievements to explorations of cultural phenomena and personal reflections, each piece contributes to the rich tapestry of ideas that defines our college experience.

Our e-magazine is more than just a collection of articles; it is a testament to the talent and dedication of our contributors who have poured their hearts and minds into their work. We encourage you to explore these pages, engage with the content, and join us in celebrating the spirit of inquiry and expression that thrives within our college community.

As we continue to evolve and grow, we invite you to share your feedback and suggestions. Your input is invaluable in shaping the future editions of our e-magazine and ensuring that it remains a dynamic reflection of our college community.

We would like to extend our heartfelt thanks to all the contributors, editors, and staff members who have made this edition possible. Your hard work and commitment are truly appreciated. Thank you for your continued support and enthusiasm. Together, let us embark on this journey of exploration, learning, and creativity.

Editorial Team, Department of Philosophy, Hazi A. K. Khan College

সূচিপত্র

শিক্ষক - খুশিয়া খাতুন (পৃ. - ২)

বৃক্ষ লাগাও পরিবেশ বাঁচাও - সকেনা খাতুন (পৃ. - ৩)

সময়ের মূল্য - ফারাহা নাজমিন (পৃ. - ৪)

প্রকৃতি - সৌমিতা পাহাড়িয়া (পৃ. - ৫)

মাটির টান - খুশিয়া খাতুন (পৃ. - ৬)

সুখের হাওয়া - সকেনা খাতুন (পৃ. - ৭)

মৃত্যু - ফারাহা নাজমিন (পৃ. - ৮)

অসৎ বৃক্ষ - আসমিন সেখ (পৃ. - ৯)

দর্শন কী সমস্ত বিষয়ের জননী? - ড. মুনমুন দত্ত (পৃ. - ১০)

শিক্ষক

খুশিয়া খাতুন
তৃতীয় সেমিস্টার, দর্শন বিভাগ, হাজি এ. কে. খান কলেজ

শিক্ষক মানে সহৃদয় ব্যক্তি
বিশ্বস্ততা তার সঙ্গী
শিশু কোচির মনন চিন্তায়,
দেন শিক্ষা ফেরে দৃষ্টি
শিক্ষক মানে মনুষ্যত্ব
যিনি সবার গুরু
অজ্ঞতার আধাঁর রুখতে
যার হাতে পাঠ শুরু
শিক্ষক মানে পরশপাথর
যার ছোঁয়ায় জগত আলো
জ্ঞান-বিজ্ঞানের দেন সন্ধান
দূর করে সব ভ্রান্তি কালো।



বৃক্ষ লাগাও পরিবেশ বাঁচাও

সকেনা খাতুন
তৃতীয় সেমিস্টার, দর্শন বিভাগ, হাজি এ. কে. খান কলেজ

বৃক্ষ তুমি এতই সুন্দর
প্রাণ ভরা দিয়েছো বাতাস
বাঁচিয়ে রেখেছো অনেক প্রাণ
তাই তোমার আমার প্রাণ
উপহারে জন্ম দিনে
বৃক্ষ করো দান।
গাছ থাকলে থাকবে ভালো
মোদের পরিবেশ
বৃক্ষ লাগাও বৃক্ষ বাঁচাও
বাঁচাও পরিবেশ।



সময়ের মূল্য

ফারাহা নাজমিন

তৃতীয় সেমিস্টার, দর্শন বিভাগ, হাজি এ. কে. খান কলেজ

মানুষের জীবনের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ হলো সময়। কেননা সময় যথাযথ ব্যবহারের ওপরেই মানুষের জীবনের কাজ নির্ভর করে। একজন মানুষ সময়কে যেমন মূল্যায়ন করবে তেমন ফল পাবে। তাই সময়ের কাজ সময়ের সাথেই করাই ভালো একবার যে সময় অতীত হয়ে যায় সেই সময় আর ফিরে আসে না। সময়কে মূল্যায়ন করতে হবে সবকিছুর বিনিময়ে। একটি পরিচিত প্রবাদ আছে - “ **time and tide wait for none**” সময় ও স্রোত কারোর জন্য অপেক্ষা করে না। মানুষ জীবনকাল সীমিত কিন্তু এই সীমিত সময়ের মধ্যে জীবনের অনেক কাজ ও দায়িত্ব পালন করতে হয়। তাই প্রতিটি সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান এই মূল্যবান সময় জীবনে কাজে না লাগিয়ে অবহেলিত করলে জীবনে অনেক ক্ষতি হয়ে যায়, এই ক্ষতির জন্য আফসোস করা যায় কিন্তু সেই সময়কে ফিরিয়ে এনে ক্ষতিপূরণ করা যায় না। তাই জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত বা সময়ের মূল্য অপরিসীম।

অনাদি কাল থেকে অনন্তের পথে আপন বেগে ছুটে চলেছে সময়। সময়ের ছুটে চলার মধ্যে কোন বাধা নেই। কোন কিছু বিনিময়ের জন্য তাকে এক মুহূর্ত স্থির করা যাবে না। আপন বেগে ধেয়ে চলে সময়। যে সময়ের সাথে সাথে চলতে পারে সে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতে পারে, এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে। সময়কে হাতে পেয়ে অবহেলায় জীবন কাটালে পরে আফসোস করে কোন লাভ হয় না। সময় স্রোতের মতো কেবল এগিয়েই চলে কখনো থামতে জানেনা।

জীবনকে সার্থক ও পরিপূর্ণ করে তুলতে হলে সময়ের মূল্য সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে জীবন অত্যন্ত সীমিত তার বিশাল কর্মক্ষেত্র কাজেই এই সীমিত সময়ের মাঝে বিশাল কর্মক্ষেত্র কে সম্পাদন করতে হবে। মানুষের খাওয়া শোয়া রাত দিন যেমন নির্দিষ্ট সময় আছে তেমনি প্রয়োজনীয় কাজের জন্যও সময়কে ভাগ করে নেওয়া দরকার। জীবনের লক্ষ্য স্থির করে কর্তব্য অনুযায়ী সময়কে ভাগ করে জীবনে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। এলোমেলোভাবে সময়ে কাজ না করলে সাফল্য আনা সম্ভব নয়। সময়ের নির্ধারিত কাজ সম্পাদন করার জন্য বিশেষ যত্নবান হতে হবে। আমরা সময়ের মূল্য বুঝি না বলে অযথা সময় নষ্ট হয়ে যায়। মানুষের জীবনে সাফল্যের মাপকাঠি সময়ের মূল্য সম্বন্ধে সচেতনতার উপর নির্ভর করে।

মানুষের শ্রেষ্ঠ জীবন ও সময় হল ছাত্র জীবন। ছাত্র জীবনে সাফল্য সোপন তৈরি করার সুযোগ আছে। তাই এই সময়কে গুরুত্ব দিয়ে ভবিষ্যতের ভিত্তি প্রস্তুত করতে হয়। এ জীবনে যে সময়কে সর্বাধিক গুরুত্ব দেবে সেই ভবিষ্যতের গৌরবময় ভূমিকা রাখতে পারবে। যে এ জীবনে অবহেলা করবে তার ভবিষ্যৎ ব্যর্থতায় কাটবে।

জীবনে সাফল্য অর্জন করতে হলে সময়ের মূল্য সম্পর্কে সচেতন থাকা প্রয়োজন। তাই আমাদের দেশ ও জাতির ভবিষ্যতের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের সময়ানুবর্তীতা মেনে চলা একান্ত আবশ্যিক। সময়ের মূল্য সম্পর্কে সচেতন হলে জীবন সাফল্যের আনন্দে ভরপুর ও রসময় হয়ে উঠবে।

প্রকৃতি

সৌমিতা পাহাড়িয়া
তৃতীয় সেমিস্টার, দর্শন বিভাগ, হাজি এ. কে. খান কলেজ

প্রকৃতি তুমি অপরূপে সুন্দরী
তোমার রূপে মুগ্ধ হয়েছি আমি
তাই তো অনুভব করছি
তোমার কমলতার স্নিগ্ধ ।
হালকা বাতাসে নদীর তীরে
বসে আছি বন্ধু গনে
ভাবছি তোমায় দেখে
সৃষ্টিকর্তা যেন বানিয়েছে
তোমায় আপন হাতে ।
তুমি যেন মমতাময়ী
জড়িয়ে আছো মোরে,
আমি যেন বসে আছি
তোমার কোলে।
এই যে নদীর জল
দেখি দূর আকাশ,
আর সবুজ ফসলের মাঠ
সব মিলিয়ে তোমার উপন্যাস ।
তুমি হলে রূপের রানি
সবাই তোমার প্রজা,
তুমি হলে পথের বাণী
আমরা হলাম দিশা ।



মাটির টান

খুশিয়া খাতুন
তৃতীয় সেমিস্টার, দর্শন বিভাগ, হাজি এ. কে. খান কলেজ

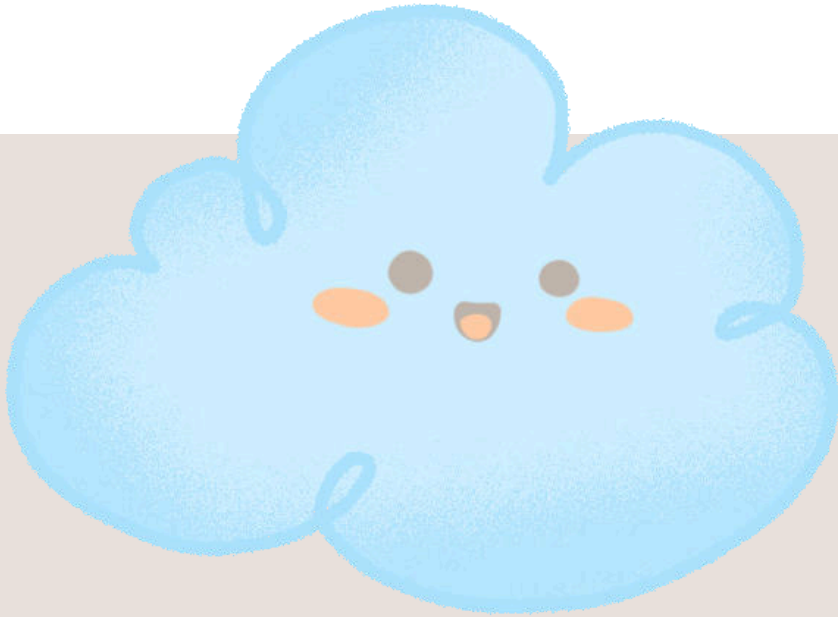
বসত হবে এই মাটির ঘরেই
মাটিই খাবে দেহ
নারীর ছেড়া পুত্র-কন্যা
সাথে যাবে না কেহ
জানি সখি জানি বন্ধু
তবুও ভেবে সারা
তাদের জন্য শশব্যস্ত
নিজের চিন্তাধারা।



সুখের হাওয়া

সকেনা খাতুন
তৃতীয় সেমিস্টার, দর্শন বিভাগ, হাজি এ. কে. খান কলেজ

নষ্ট জীবন
নষ্ট ভাবা ,
কষ্ট পাওয়া শুধু
পষ্ট করে যায়না বলা
কোথায় সুখের বিধু।
কোথায় আছে সুখের আকাশ
কোথায় সুখের হাওয়া,
হঠাৎ মাঝে দেখা গেলেও
যায়না তাকে ছোঁয়া ।



মৃত্যু

ফারাহা নাজমিন
তৃতীয় সেমিস্টার, দর্শন বিভাগ, হাজি এ. কে. খান কলেজ

মৃত্যুকে কে ভয় পায় না।
কেউ কি আছে ?
ছোট্ট প্রাণে বুনি কত স্বপ্ন।
আশায় আশায় বাঁচি।
সময় বৃত্ত ঘুরতে ঘুরতে
রাত গড়িয়ে সকাল হয়।
মৃত্যু নেই এমন
কোন দেশও নেই
তবুও চলছে জীবন যুদ্ধ
বাঁচবো বলে।

হাজার স্বপ্ন হাজার ভালবাসায়।
মৃত্যু নামক চিরঘুম আসবে আমার প্রাণে
জাগবো না আর কোনদিন
তবুও চলছে এই প্রাণ
কত আশায় কত মায়ায় ।
মৃত্যুকে কে ভয় পায় না,
কেউ কি আছে ?
কাটিয়ে দেওয়া অতীতকাল
জীবন মৃত্যু ভালো-মন্দ সব
ক্ষণিকের এই প্রাণ
নদীর মতো চলে স্রোতময়।



অসৎ বৃক্ষ

আসমিন সেখ

স্টেট এডেড কলেজ টিচার, দর্শন বিভাগ, হাজি এ. কে. খান কলেজ

একটি বৃক্ষ একটি প্রাণ
বৃক্ষ হয়েছে মানব প্রাণ
এই মতে বৃক্ষ করেছে দুর্নীতি
রয়েছে বড় বৃক্ষ
ধরিয়েছে বৃক্ষ প্রশাসন
প্রমাণ হয়েছে অসৎ বড় বৃক্ষ
এমন মন্তব্য না মানিয়া
বড় বৃক্ষ বলিয়েছে
জানে সাধারণ বৃক্ষ।



দর্শন কী সমস্ত বিষয়ের জননী?

ড. মুনমুন দত্ত

সহকারী অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ, হাজি এ. কে. খান কলেজ

দর্শনকে প্রকৃতপক্ষে সমস্ত বিষয়ের জননী হিসাবে বিবেচনা করা হয়, কারণ এটি বিভিন্ন শাখার অন্তর্নিহিত মৌলিক নীতি, ধারণা এবং পদ্ধতিগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। দর্শন অন্যান্য সমস্ত শাখার মৌলিক বা ভিত্তি। এই ধারণাটি বিজ্ঞান, গণিত, নীতিশাস্ত্র এবং রাজনৈতিক তত্ত্বের মতো ক্ষেত্রগুলির ভিত্তি স্থাপনে দর্শনের ঐতিহাসিক ভূমিকাকে প্রতিফলিত করে। দার্শনিক অনুসন্ধান প্রায়শই অস্তিত্ব, জ্ঞান, নৈতিকতা এবং বাস্তবতার প্রকৃতি সম্পর্কে মৌলিক প্রশ্নগুলি অন্বেষণ করে এই শাখাগুলির বিকাশের আগে এবং আকার দেয়। সুতরাং, দর্শনকে এমন কাঠামো প্রদান হিসাবে দেখা যেতে পারে যার মধ্যে অন্যান্য বিষয়গুলি বিকাশ এবং বিবর্তিত হয়। দর্শন অনেক ক্ষেত্রের বিকাশকে রূপ দিয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে :

বিজ্ঞান : অ্যারিস্টটল ও বেকন-এর মতো দার্শনিকরা বৈজ্ঞানিক তদন্তের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।

নীতিশাস্ত্র : প্লেটো এবং কান্টের মতো দার্শনিকরা নৈতিক দর্শন এবং নৈতিক ব্যবস্থাকে রূপ দিয়েছিলেন।

রাজনীতি : প্লেটো, অ্যারিস্টটল এবং লকের মতো দার্শনিকরা রাজনৈতিক তত্ত্ব এবং শাসনকে প্রভাবিত করেছিলেন।

মনোবিজ্ঞান : প্লেটো, ডেসকার্টেস এবং কান্টের মতো দার্শনিকরা মন এবং মানুষের আচরণ বোঝার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছিলেন।

যুক্তি ও গণিত : অ্যারিস্টটল, বুল এবং রাসেলের মতো দার্শনিকরা যৌক্তিক ও গাণিতিক কাঠামো তৈরি করেছিলেন।

শিল্প ও নান্দনিকতা : প্লেটো, কান্ট এবং নিংশের মতো দার্শনিকরা সৌন্দর্য ও শিল্পের প্রকৃতি অন্বেষণ করেছিলেন।

ধর্ম ও ধর্মতত্ত্ব : অগাস্টিন, অ্যাকুইনাস এবং কিয়েরকেগার্ডের মতো দার্শনিকরা ধর্মীয় চিন্তাভাবনা এবং ধর্মতত্ত্বকে রূপ দিয়েছিলেন।

দর্শনের পরিধি বিশাল, এবং এর প্রভাব মানুষের জ্ঞান এবং বোঝার অনেক দিককে ছড়িয়ে দেয়। মৌলিক প্রশ্ন এবং ধারণাগুলি অন্বেষণ করে, দর্শন অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের জন্য একটি ভিত্তি প্রদান করে, যা এটিকে প্রকৃতপক্ষে সমস্ত বিষয়ের জননী করে তোলে। দর্শন বিভিন্ন শাখা নিয়ে গঠিত যেমন অধিবিদ্যা, জ্ঞানতত্ত্ব, নীতিশাস্ত্র, যুক্তি, নান্দনিকতা, রাজনৈতিক দর্শন, মনের দর্শন এবং বিজ্ঞানের দর্শন। এই শাখাগুলি মৌলিক প্রশ্ন এবং বিষয়গুলি বোঝার জন্য, বাস্তবতা, জ্ঞান, নৈতিকতা, যুক্তি, নান্দনিকতা, রাজনীতি, মন এবং বিজ্ঞানের মতো দিকগুলি পরীক্ষা করার জন্য একটি বিস্তৃত কাঠামো সরবরাহ করে।

EDITING BY :
DR. MUNMUN DUTTA
DEPARTMENT OF PHILOSOPHY
HAZI A. K. KHAN COLLEGE